লিপি
শিলিগুড়ি, বৃহস্পতিবার, ১১ জানুয়ারি ২০১৮
Siliguri·Thursday·January 11, 2018
Arthik Lipi, Page 3

মাও প্রভাবিত জেলাগুলিতে বরাদ্দ কমানোয় ক্ষুব্ধ রাজ্য

কেন্দ্রীয় অনুদান প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত নবান্নের

সুমন গাঙ্গুলি

ফের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ রাজ্যের। এবার একদা মাওবাদী প্রভাবিত জেলাগুলির উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ার অভিযোগ মোদী সরকারের বিরুদ্ধে। তবে কেন্দ্রের বরাদ্দ প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য। নবান্ন সূত্রে খবর, এই অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া নিয়ে নবান্নে চিঠি পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। গোটা ঘটনা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবারই কেন্দ্রের তরফে দেশের মধ্যে অন্যতম পিছিয়ে পড়া ১১৫টি জেলার মধ্যে রাজ্যের পাঁচটি জেলার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। নদিয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ দিনাজপুর ও বীরভূম জেলাকে এই পিছিয়ে পড়া জেলার তকমা দেওয়ায় ক্ষুব্ধ নবান্ন। এখানেই শেষ নয়, এই পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিতে কেন্দ্রের তরফে একজন করে ‘নোডাল অফিসার’ নিয়োগের কথাও বলা হয়েছে চিঠিতে। পাশাপাশি ‘নিউ ইন্ডিয়া ২০২০’ প্রকল্পে রাজ্যের এই পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিকে অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছে কেন্দ্র।

মঙ্গলবার এই সিদ্ধান্ত নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করে নবান্ন। তারপরই মাও প্রভাবিত জেলাগুলিতে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। নবান্ন সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এই সিদ্ধান্তে এই এক ধাক্কায় বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হল ২৪ কোটি। পাশাপাশি জানিয়ে দেওয়া হল, এবার থেকে মাওবাদী প্রভাবিত এই জেলাগুলির প্রত্যেকটিতে ১ কোটি টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হবে। রাজ্যের মুখ্যসচিব মলয় দে’কে চিঠি দিয়ে কেন্দ্রের এই ‘তুঘলকি’ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। তবে এত কম বরাদ্দে আদৌ কীভাবে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ সম্ভব, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে প্রশাসনিক মহলে। মাওবাদী প্রভাবিত জেলা হিসাবে চিহ্নিত ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার উন্নয়নে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হল। নিয়ম অনুযায়ী, উন্নয়নের কাজে কেন্দ্র দেবে ৬০ শতাংশ অর্থ। আর বাকি ৪০ শতাংশ দেবে রাজ্য। কেন্দ্রের বেঁধে দেওয়া প্যারামিটার অনুযায়ী, প্রতি কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করতেই আনুমানিক খরচ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। সেখানে মাত্র ১ কোটি টাকায় গোটা জেলার পরিকাঠামো উন্নয়ন কার্যত অসম্ভব বলেই মনে করছে নবান্ন। মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকাকালীন মাওবাদী প্রভাবিত জেলাগুলির উন্নতিতে এই প্যাকেজ দেওয়া শুরু করে। তবে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর থেকে একে একে বহু প্রকল্পে আর্থিক বরাদ্দ কমিয়ে দেয়। তার মধ্যে সর্বশেষ সংযোজন মাও প্রভাবিত জেলাগুলিতে এক ধাক্কায় বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া। গোটা ঘটনা নিয়ে ঘনিষ্ঠ মহলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সিদ্ধান্ত ফের কেন্দ্রের বঞ্চনা বলেও অভিযোগ করেছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। নবান্ন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই মুখ্যসচিবকে গোটা ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে কড়া চিঠি পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি কেন্দ্রের পাঠানো মাত্র ১ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছে নবান্ন। তবে কেন্দ্রের এই

সিদ্ধান্তের পরই এই ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। তাঁর দাবি,‘মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার করে বলুন,এই রাজ্যে মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকা আছে কি নেই।’ এর আগে মাওবাদী প্রভাবিত এলাকায় সিআরপিএফ তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। এই সিদ্ধান্তেরও তীব্র বিরোধিতা করে রাজ্য।

রাজ্যে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই : দিলীপ-মুকুল

শর্তসাপেক্ষে বিজেপির কর্মসূচিতে অনুমতি হাইকোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার: রাজ্য প্রশাসন নাকচ করলেও আদালতের দ্বারস্থ হয়ে মিছিল করার অনুমতি পেল বিজেপি। রাজ্যে গণতন্ত্র ফেরাতে সপ্তাহব্যাপী প্রতিরোধ সংকল্প অভিযানের ডাক দিয়েছে বিজেপি যুব মোর্চা। কিন্তু রাজ্য প্রশাসন বিজেপির সেই কর্মসূচির অনুমতি না দেওয়ায় বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপি যুব মোর্চা। বিজেপির সেই আবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্ট শর্তসাপেক্ষে মিছিল করার অনুমতি দেয়।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীকে সামনে রেখে বিজেপির যুব মোর্চা প্রতিরোধ সংকল্প অভিযানের ডাক দিয়েছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসাবে বাইক র‍্যালি করবেন কর্মীরা। যেটি কাঁথি থেকে শুরু হবে। শেষ হবে কোচবিহারে। আজ থেকে শুরু হবে এই কর্মসূচি। চলবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। মূলত রাজ্যে গণতন্ত্র ফেরানোর দাবিতেই বিজেপির এই প্রতিরোধ সংকল্প অভিযান। কিন্তু মঙ্গলবার রাজ্য প্রশাসনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, মিছিলের অনুমতি দেওয়া যাবে না। আইন-শৃঙ্খলার কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত বলেও তারা জানায়। এরপরেই আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিজেপি। শুনানিতে রাজ্য সরকারের তরফে আদালতে জানানো হয়, এই সময় গঙ্গাসাগরের মেলা চলছে। তাই আইন-শৃঙ্খলার কথা ভেবে অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে না কর্মসূচির জন্য। ২০ তারিখের পর কর্মসূচি করলে সেক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হবে বলেও জানায় প্রশাসন। কিন্তু বিজেপি যুব মোর্চার আইনজীবী আদালতে বলেন, যে রুট দিয়ে র‍্যালি যাবে সেই রুটের সঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলার কোনও সম্পর্ক নেই। সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত বিজেপির কর্মসূচিতে অনুমোদন দেয়। তবে হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, সুশৃঙ্খলভাবে কর্মসূচি পালন করতে হবে। কর্মসূচির অংশ হিসাবে বাইক র‍্যালিও করবে বিজেপি। সেক্ষেত্রে ট্রাফিক আইন মেনে চলতেও নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। যান চলাচলে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেদিকে নজর রেখেই কর্মসূচি করার কথা বলেছে আদালত। একইসঙ্গে বিজেপির র‍্যালি যখন এক জেলা থেকে অন্য জেলায় প্রবেশ করবে সে সম্পর্কে জেলা প্রশাসনকে তথ্য দিতে হবে আধ ঘণ্টা আগে। মিছিল যখন জেলা ছাড়বে আধ ঘণ্টা আগে সে সম্পর্কে জানাতে হবে। রাজ্য প্রশাসনের তরফে কর্মসূচির অনুমোদন নাকচ করার ঘটনায় রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, ‘বিজেপি বা আরএসএস কোনও সভা করতে গেলেই আটকে দেওয়া হচ্ছে। কর্মসূচির জন্য বার বার আদালতে যেতে হচ্ছে। কর্মসূচিতে যদি অনুমতি না দেয় সেটা ভাল কথা নয়। তাঁর প্রশ্ন, ‘এই রাজ্যে কী গণতন্ত্র আছে? এখানে কী সরকার আছে?’

এই নিয়ে বিজেপি নেতা মুকুল রায়ও তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেছেন। তাঁর মন্তব্য, ‘বাংলায় গণতন্ত্র নেই। এখানে গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত।’ এর আগে আরএসএস এবং বিজেপি’র সভার অনুমতি নিয়েও সমস্যা তৈরি হয়। মোহন ভাগবত ও অমিত শাহের সভারও অনুমতি বাতিল করা হয় বলে বিজেপি’র অভিযোগ।

মদ্যপানের প্রতিবাদ করায় বাড়িওয়ালাকে কোপ ভাড়াটের

স্টাফ রিপোর্টার: মদ্যপানের প্রতিবাদ করায় বাড়িওয়ালাকেই কোপ মারল ভাড়াটে। বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত বাড়িওয়ালার স্ত্রীও। বুধবার সকালে বালিগঞ্জের দেওদার স্ট্রিটে ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযুক্ত ভাড়াটে সতীশ সাউকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদিন সকাল ৯টা নাগাদ বাড়িওয়ালা ভোলাপ্রসাদ ভাড়াটে সতীশ সাউয়ের সঙ্গে বচসায় জড়ান। সেই সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে ভোলাপ্রসাদকে আঘাত করে সতীশ। স্বামীকে বাঁচাতে গেলে স্ত্রীর পেটে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। আক্রান্ত দম্পতি এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দেওদার স্ট্রিটে নিজের চারতলা বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে থাকেন ভোলাপ্রসাদ। ওই বাড়িতেই ভাড়াটে হিসাবে আসে সতীশ সাউ। প্রায়ই সে বাড়িতে মদের আসর বসাতো বলে অভিযোগ। এই নিয়ে একাধিকবার তাকে বাড়িওয়ালা সতর্কও করেন। কিন্তু তার

তোয়াক্কা করেনি সতীশ। বাড়ি ছাড়ার কথাও বলেন ভোলাপ্রসাদ। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেনি অভিযুক্ত।

এদিন সকালেও সেই মদ্যপান নিয়েই সতীশের সঙ্গে বচসা বাধে ভোলাপ্রসাদের। তখনই সস্ত্রীক আক্রান্ত হন ভোলাপ্রসাদ। দম্পতির চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। সেই সময় পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যায় সতীশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বালিগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে যায় ফরেন্সিক দলও। অভিযুক্তর খোঁজে তল্লাশি চালাতে শুরু করে পুলিশ। শেষমেশ পার্ক সার্কাস থেকে ধরা পড়ে সতীশ। জানা গিয়েছে, বাড়িতে নিচের তলা ফাঁকা থাকায় সতীশ সাউকে ভাড়া দেওয়া হয়। এই বাড়িতে ওঠার পর থেকেই সতীশ সেখানে প্রায়ই মদের আসর বসাতো। এই নিয়ে বাড়িওয়ালা তার বিরুদ্ধে থানায়ও অভিযোগ জানান। কিন্তু কোনওমতেই সুরাহা মিলছিল না। সতীশ বিহারের বাসিন্দা ।একাধিক অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গেও সতীশের নাম জড়ায় বলে জানা গিয়েছে। খুনের চেষ্টার মামলা রুজু করা হয়েছে সতীশের বিরুদ্ধে।

প্রতিবন্ধী বোনকে খুনের অভিযোগ দিদি-জামাইবাবুর বিরুদ্ধে

স্টাফ রিপোর্টার: বিধবা মায়ের সম্পত্তির পুরোটাই হাতিয়ে নেওয়ার ছক। প্রতিবন্ধী বোনকে খুন দিদি-জামাইবাবুর। ঘটনা বেহালার ব্রজেন মুখার্জী রোডের। বিয়ের পর থেকেই ১৪৩ বি ব্রজেন মুখার্জী রোডের বাড়িতে স্বামী প্রবীর মল্লিককে নিয়ে থাকতেন কেয়া মল্লিক। অভিযোগ, সম্পত্তি লিখিয়ে নিতে মা বীণা দাসকে প্রায়ই মারধর করতেন কেয়া ও প্রবীর। এমনকী চার-পাঁচ মাস ধরে মূক-বধির বোন কাকলি দাস(৩৯)কে প্রায়ই না খাইয়ে রাখতেন তাঁরা। অভিযোগ,পথের কাঁটা সরাতে পিটিয়ে খুন করা হয় প্রতিবন্ধী কাকলিকে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে কাকলির মৃতদেহ সৎকারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সন্দেহ হওয়ায় প্রতিবেশীরাই তাঁদের আটকে জেরা করা শুরু করে। দু’জনকে জেরা করতেই ধরা পড়ে অসংগতি। অভিযুক্ত কেয়ার বক্তব্য,‘দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিল বোন। অপুষ্টি ও হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মৃত্যু হয়েছে কাকলির।’ প্রতিবেশীদের দাবি, প্রথমে দুপুরে কাকলির মৃত্যু হয়েছে বলে জানায় কেয়া ও প্রবীর। কিন্তু ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত্যুর সময় লেখা আছে বিকেল পাঁচটা। মৃত্যুর সময় নিয়ে অসংগতি ধরা পড়ায় মৃতদেহ আটকে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বেহালা থানার পুলিশ। আটক করে কেয়া-প্রবীরকে। পরে অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয় কেয়া-প্রবীরকে। বুধবার অভিযুক্তরা বাড়ি ফিরলে সম্পত্তির লোভেই স্বামী-স্ত্রী পরিকল্পনা করে প্রতিবন্ধী বোনকে খুন করেছে, এই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে এলাকার মানুষ। বেধড়ক মারধর করা হয় কেয়া ও প্রবীর মল্লিককে। এমনকী মৃত্যুর ঘটনা চাপা দিতে জাল মৃত্যু শংসাপত্রও জোগাড় করেছে বলে অভিযোগ তোলে স্থানীয়রা। তবে শুধুমাত্র এলাকাবাসীই নয়, সম্পত্তির লোভেই তাঁর প্রতিবন্ধী ভাগ্নিকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মৃতা কাকলির মামাও। অভিযুক্তদের কড়া শাস্তির দাবি তুলেছে এলাকাবাসী। ঘটনায় মেয়ে-জামাইয়ের বিরুদ্ধে বেহালা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতার মা বীণা দাস। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ.... পথ নিরাপত্তা নিয়ে শহরবাসীকে সচেতন করতে কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে ‘ট্রাফিক এক্সপো’। বুধবার প্রদীপ জ্বালিয়ে তারই সূচনা করছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, কলকাতা মেয়র তথা পরিবেশ, আবাসন ও দমকল মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে কলকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার।

ছবি : অরিজিৎ গাঙ্গুলি

শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টায় গ্রেফতার প্রতিবেশী

স্টাফ রিপোর্টার : সাড়ে তিন বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার হল এক প্রতিবেশী যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে লেকটাউন থানা এলাকার দক্ষিণদাড়িতে। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম আরমান খান (১৮)। তাকে মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করে লেকটাউন থানার পুলিশ। বুধবার বারাসত আদালতে তাকে তোলা হয়। তার বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, ৭ তারিখ সন্ধ্যা বেলায় ৫৯২ দক্ষিণদাড়ি রোডের বাসিন্দা আরমান খান সাড়ে তিন বছরের ওই প্রতিবেশী শিশুকে ‘কুরকুরে’ দেওয়ার লোভ দেখিয়ে বাড়ির পেছনে নিয়ে যায়। এরপর তার গোপন অঙ্গে হাত দেয়। তাকে ধর্ষণেরও চেষ্টা করে। আহত অবস্থায় মেয়েটি বাড়িতে ফিরে তার মাকে বিষয়টি জানায়। এরপর নিগৃহীতার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে।

প্রায় পৌনে দুই কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রা বাজেয়াপ্ত বিমানবন্দরে

স্টাফ রিপোর্টার : জুতোর সোলের মধ্যে করে স্মাগলিং কলকাতা বিমানবন্দরে। মধ্যরাতে ব্যাংকক যেতে গিয়ে গ্রেফতার হতে হল দুই বিমান যাত্রীকে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হল ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার বিদেশি মুদ্রা। ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতা বিমানবন্দরে। মঙ্গলবার রাতে স্পাইস জেটের এসজি ০৮৩ নম্বরের বিমানে ব্যাংকক যাওয়ার কথা ছিল উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা বশিষ্ঠ কুমার সিং এবং অনুপ শ্রীনেটের। তারা প্রথম ধাপ অর্থাৎ কাস্টমস চেকিং প্রথমে পার করে যায়। পরে তারা যখন বিমানে ওঠার আগে সিকিউরিটি চেকিং করতে যায় তখনও কাস্টমসের কর্মীদের কাছে খবর আসে যে ওই দিন রাতে বিদেশি মুদ্রা স্মাগলিং করা হচ্ছে। তাও আবার সর্বকালের সব থেকে বিপুল মূল্যের। শুল্ক দফতরের কর্মীদের

মধ্যে তৎপরতা বেড়ে যেতে দেখা যায়। তখন তাদের নজর পড়ে ওই দুই যাত্রীর দিকে। লক্ষ্য করে দেখা যায়, তাদের হাঁটাতে একটু পরিবর্তন রয়েছে। সেই কারণে তাদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন শুল্ক দফতরের কর্মীরা। প্রথমে তাদের কাছ থেকে মেডিক্যাল ফিটনেস চাওয়া হয়। কিন্তু তারা নিজেদের সুস্থ বলেই দাবি করেন। এরপরেই তাদের অস্বাভাবিক হাঁটার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তাদের উত্তরে বেশ অসঙ্গতি লক্ষ করেন শুল্ক দফতরের কর্মীরা। সেই কারণে তারা ওই দুই যাত্রীর জুতো পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন। ওই একই ব্র্যান্ডের একই রকমের জুতোর ওজনের থেকে ওই দুই জোড়া জুতোর ওজন বেশি হতেই সন্দেহ আরও গাঢ় হয়ে ওঠে শুল্ক দফতরের কর্মীদের মধ্যে। পরে তারা জুতোর শোলে যে সেলাই ছিল তা পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন যে তা কোম্পানি থেকে সেলাই করা নয়। ফলে তারা সেই শোলের সেলাই খুলে ফেলতেই সেখান থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা। জানা গেছে, দুই যাত্রীর জুতো থেকে ২ লক্ষ ২৮ হাজার ৫০০ ইউরো উদ্ধার করেন শুল্ক দফতরের কর্মীরা। যার বাজার মূল্য প্রায় পৌঁনে দুই কোটি টাকা। পরে তাদের দুজনকেই গ্রেফতার করা হয় ওই দিন রাতে। প্রসঙ্গত, কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গত এক দশকের মধ্যে এত বেশি মূল্যের বিদেশি মুদ্রা উদ্ধার করা হয়নি। মূলত কলকাতাতে গত ১ মাসের মধ্যে যেভাবে মাদক স্মাগলিং বেড়ে গিয়েছে সেই কারণে বিদেশি মুদ্রার আনাগোনাও একই হারে বেড়ে গিয়েছে। ফলে বিমানবন্দরগুলিতে নজরদারির পরিমাণ বাড়নো হয়েছে।

বিশ্ব বাংলা সম্মেলনের আগে জায়গা পরিদর্শনে ফিরহাদ

স্টাফ রিপোর্টার : বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস মিট শুরু হতে আর বাকি মাত্র ৫ দিন। তার আগেই নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারটি কতটা প্রস্তুত হয়েছে তা দেখে গেলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বুধবার সকালে নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারটির পরিদর্শনে এসে সবার আগে তিনি পেছনের হোটেলের অংশটি পরিদর্শন করেন। যেখানে একটি তলায় তৈরি হওয়া ৩১টি রুমকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। পরে সেখানে থেকে বেরিয়ে কনভেনশন সেন্টারের পাশের মাঠে গড়ে ওঠা তাঁবুগুলির কাঠামো দেখেন তিনি। সেখানে কী ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে সেই বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার জন্য রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব তথা হিডকোর চেয়ারম্যান দেবাশিস সেনকেও সঙ্গে নিয়ে নেন মন্ত্রী। তার কাছ থেকেই এদিন বিজিবিএসের জন্য এই জায়গাকে কীভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা গড়ে

তোলেন। পরে তিনি এই কনভেনশন সেন্টারটির পাশে অবস্থিত বাগজোলা খালের উপরে তৈরি ব্রিজটিকেও আলো দিয়ে সাজিয়ে দেওয়ার কথা প্রস্তাব দেন। হিডকোর পক্ষ থেকে সেই ব্রিজে আলো বসানোর বিষয়ে মন্ত্রীর নির্দেশ মতো কাজ শুরু করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। আগামী ১৬ জানুয়ারি থেকে কনভেনশন সেন্টারে বিজিবিএস নিয়ে এদিন ফিরহাদ হাকিম জানান, ‘‘আমাদের কলকাতায় গড়ে ওঠা এই কনভেনশন সেন্টারটি যে আন্তর্জাতিকমানের তা আগামীদিনে ওই অনুষ্ঠানে আমরা সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে পারব। এর ফলে রাজ্যে যে বিপুল লগ্নি আসতে পারে তার ফলে অনেক ব্যবসায়ীরাই এই কনভেনশন সেন্টারটিকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন। ফলে সারা বিশ্বের সামনে বাংলার মান-সম্মান আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে।’’ এদিকে জানা গিয়েছে, কনভেনশন সেন্টারে বিজিবিএস উপলক্ষে গোটা নিউটাউনকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। রাস্তার মাঝে বুলেভার্ডে নানা ধরনের লাইটিং করা হয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে রাজ্য সরকার যে প্রকল্পগুলি গড়ে তুলেছেন তাকে মেলে ধরা হয়েছে। এর সঙ্গেই এই কনভেনশন সেন্টারে বিজিবিএস উপলক্ষে যাঁরা যোগ দিতে আসবেন তাদের থাকার জন্য এই জায়গার পিছনে যে হোটেলটি তৈরি করার কাজ চলছে সেখানেই একটি তলার কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। যা আগামীদিনে পাঁচতারা হোটেলের সমান পরিষেবা দেবে। সেই তলাতে মোট ৩১টি ঘরের পুরো ডেকরেশনের কাজ শেষ করে ফেলা হয়েছে। তার সঙ্গে ইকো আইল্যান্ডে যে কটেজগুলি আছে সেগুলিকেও প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। যাতে কেউ যদি সেই জায়গায় থাকতে চায় তাহলে তিনি সেই জায়গায় থাকার সুযোগ পেতে পারবেন। এছাড়া রাস্তার ধারে মেট্রো রেলের পিলারগুলি নানাভাবে রং করে সেই জায়গাগুলিকে মানুষের কাছে বেশ দৃষ্টিনন্দন করে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ব বাংলা গেটের ঝুলন্ত রেস্তোরাঁতে পৌঁছানোর জন্য যে লিফট বসানোর কথা ছিল তাও বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার শেষ পর্যায়ের ফিনিশিং টাচ দেওয়ার কাজ চালাচ্ছে হিডকো।